দৈনিক বাংলা

2 4 MAY 1992

2 4 MAY 1992

তারিখ

পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১

এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষা

পত্রিকান্তরের খবরে বলা হয়েছে, এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে আজ। এ পত্রিকার খবরের সত্যতা কতটুকু সে বিচারে না গিয়ে বলা যায়, অবিলম্বে এ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা প্রয়োজন। এমনিতে অনেক পানি গড়িয়েছে। অস্বস্তি এবং অনিশ্চিতির সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন মহলে।

সারা দেশে এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে ১০ এপ্রিল। আসন সংখ্যা ১৩২৫। ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছিল পাঁচ হাজারের মত। সাধারণভাবে প্রত্যাশা ছিল ২/৪ সপ্তাহের মধ্যেই পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবে, যেমনটি হয় প্রতি বছর।

কিন্তু এবার এমনটি হল না। একশ্রেণীর পরীক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হল–– পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। সুতরাং পরীক্ষা বাতিল করা হোক। তারা সভা–সমাবেশ–মিছিল করল রাজধানীতে। আর এ অভিযোগের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করলেন। জানা গেছে, এই তদন্ত কমিটি ইতিমধ্যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এর পরেও এ সম্পর্কে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত হয়নি।

এতে বিপদে পড়েছে পরীক্ষার্থীরা। মে মাস কেটে যাচ্ছে। এইচএসসি উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা একই সাথে মেডিক্যাল, প্রকৌশল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য পরীক্ষা দিয়ে থাকে। এরা জানে না কোন্ পরীক্ষায় তাদের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে বা একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তারা ভর্তির সুযোগ পেলেও কোন্ প্রতিষ্ঠানে তারা ভর্তি হবে সে সিদ্ধান্ত নিতে হয় পরবর্তীকালে। ফলে যে কোন পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব হলে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়।

এবারও তাই হয়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। যারা এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছিল তাদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় টিকে গেছে। ফলে তাদের পক্ষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়ে উঠেছে অসুবিধাজনক। এক্ষেত্রে তাদের কাছে একটি পথই খোলা থাকে। সে পথটি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে এমবিবিএস–এর ফলাফলের জন্য প্রতীক্ষা করা। পরবর্তীকালে এমবিবিএস–এ সুযোগ পেলে আবার মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়া। এতে অসুবিধার সৃষ্টি হয় দু'ধরনের। এর ফলে দু'টি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য দু'বার ভর্তির টাকা ব্যয় করতে হয়। আর প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে পরবর্তীতে অন্যত্র গেলে ঐ শূন্য আসনে ভর্তি নিয়ে ঝামেলা হয়। দুর্নীতি হয়।

তাই আদর্শ সমাধান হচ্ছে, সময়ের কিছু ব্যবধান রেখে মোটামুটি একই সময়ে সকল প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ এবং একই সাথে সকল ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ। এতে নিশ্চিন্তে ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হতে পারে। প্রতিটি সেশনে নিয়মিত ক্লাস করতে পারে।

কিন্তু নানা কারণে এ নিয়মিত কাজটি কোনদিন করা হয়নি। ভর্তি পরীক্ষা এবং ভর্তি নিয়ে ঝামেলা লেগেই আছে। আর বাড়তি ঝামেলা সৃষ্টি হয়েছে এবার এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে। এ বাড়তি ঝামেলা সম্পর্কে জরুরী ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন। প্রয়োজন প্রতিটি ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীর পরিবারের অনিশ্চয়তার শেষ হওয়া। তাই সিদ্ধান্ত হতে হবে আজ–কাল দু'একদিনের মধ্যেই।

08